দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 24 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

শিক্ষা এবং শিশুর আনন্দ

রিফাত মুনীর ইতি

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার, আর তাই শিশুদের ঠিকভাবে বেড়ে ওঠার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল আমাদের জাতিগত পরিচয়, উন্নয়ন কিংবা রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারা। আর শিশুদের শিক্ষালাভ, শুধু তাদের ব্যক্তিগত জীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নয়, বরং এটি সমগ্র জাতির ভবিষ্যতের জন্য সমান তাৎপর্যপূর্ণ।

কিন্তু প্রশ্ন হলো—শিশুদের এই শিক্ষা লাভের পদ্ধতিটি আসলে এখন কেমন? আমরা এই পরিবর্তনশীল, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে সম্ভবত, প্রথম প্রতিযোগিতাটাই শুরু করে দেই শিশুদের শিক্ষা নিয়ে, তাদের পাঠদান সম্পর্কিত নিরীক্ষা আমাদের কোনোদিন শেষ হয় না।

বলা হচ্ছে, শিশুরা শিখবে আনন্দের সঙ্গে, তারা শিক্ষাকে সহজ, মজাদার, আনন্দময় ভাবতে শিখবে। অথচ, আমাদের বাস্তব চিত্র প্রায় সম্পূর্ণ উলটো। প্রতিদিনই গাদা গাদা বইয়ের পাহাড় নিয়ে বিদ্যালয়ে হাজির হয় শিশু শিক্ষার্থীরা, আতঙ্ক থাকে তাদের চোখ-মুখ জুড়ে। যে পড়া মাত্র একটি কিংবা দুটি বইয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব, সেটি বিভাজিত করে (মূলত শিশু মনে আতঙ্ক ঢুকিয়ে) বিষয়ভিত্তিক একাধিক বইয়ের চাপ সৃষ্টি এখন আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে (বলতে দ্বিধা নেই, না বুঝে এবং অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে অনেক অভিভাবকেরও এতে সায় আছে)। এ কারণেই, নার্সারি কিংবা কেজি পর্যায়ে একজন শিশু শিক্ষার্থীর ইংরেজি বইয়ের সংখ্যা হয় কমপক্ষে পাঁচ থেকে সাতটি। বলা বাহুল্য, শিশুমন এই একাধিক বইয়ের চাপ সহ্য করতে না পেরে লেখাপড়া সম্পর্কেই ভীত হয়ে ওঠে শৈশব থেকে, বেড়ে যায় বিদেশি ভাষা হিসাবে ইংরেজির প্রতি অকারণ ভীতি। এই আতঙ্কের সুদূরপ্রসারী ফল আমরা লক্ষ করি। আমাদের উচ্চশিক্ষায় দীক্ষিত প্রায় সত্তর থেকে আশি শতাংশ মানুষ, চাকরির বাজারে নিজেদের কর্মদক্ষতা দেখাতে ব্যর্থ হয় শুধু ভাষাগত দুর্বলতার কারণে। মাতৃভাষা বাংলা এবং বিদেশি ভাষা ইংরেজি তাদের লেখা, পাঠ ও বলার দুর্বলতার (এটি মাতৃভাষায় গুছিয়ে বলা এবং বিদেশি ভাষায় সাধারণ মত প্রকাশের তীব্র সংকট) কারণে চাকরিপ্রার্থী হিসেবে তাদের অন্যান্য যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়, আর আমরা, বলা বাহুল্য, ব্যর্থ হই সমস্যার এই মূলটি খুঁজে বের করতে। শৈশব থেকে যে ইংরেজিভীতি তৈরি হয় আমাদের শিশুদের মাঝে, তা বড় হবার পরও দূর না হওয়া এর কারণ।

আবার, শিশুদের ওপর প্রতিযোগিতার এই মনোভাবটি তৈরি করে দেবার জন্য দায়ী আজকের ব্যস্ত অভিভাবকরা, যারা সবসময় নিজেরাই প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। একটি শিশুকে লেখাপড়ার পাশাপাশি তার মানসিক বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে, তাকে দিতে হবে নিজের পছন্দসই কাজ করার সুযোগ, সৃজনশীলতা বিকাশের পথ। অথচ আমরা জানতে না চেয়ে, শিশুদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া আমাদের পছন্দসই সৃজনশীল কাজে অভ্যস্ত করানোর আপ্রাণ চেষ্টা করি হরহামেশাই। ফলাফল শিশুরা আমাদের চাপে পড়ে ছবি আঁকা, গান, নাচ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক চর্চায় যুক্ত হয়, যা একটা বয়সের পর ছেড়ে দিয়ে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচে। এই ভাবে, কোনো শিক্ষাই তাদের কাছে আনন্দদায়ক না হওয়ায়, তারা শিক্ষা লাভ করাটাকেই অন্যতম কষ্টের উৎস মনে করে।

আজকের ব্যস্ত অভিভাবক, শিশুদের ব্যবহার করেন প্রতিযোগিতার বাহন হিসেবে, তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ঈর্ষা কিংবা বাহ্যিক, লোকদেখানো প্রভাব সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে নিজ নিজ শিশুদের ঠেলে দেন এক অশুভ মানসিক দ্বন্দ্বে।

তাই আমাদেরই আসলে ঠিক করতে হবে আমরা কী চাই। শিশুদের আনন্দদায়ক শৈশব, নাকি গাদা গাদা বইয়ের ভারে নুয়ে পড়া একটা শিশুর বেদনাদায়ক করুণ মুখচ্ছবি।

ঢাকা